বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন

জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা।

র‍্যাংকিং নীতিমালা

বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন (বিএএফ) অ্যাথলেটদের জন্য একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ র‍্যাঙ্কিং সিস্টেম তৈরির লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স-এর নির্ধারিত মানদণ্ডসমূহ অনুসরণ করে এই নীতিমালা প্রণয়ন করেছে ।

১। র‍্যাংকিং পয়েন্ট নির্ধারণ পদ্ধতিঃ একজন অ্যাথলেটের চূড়ান্ত র‍্যাঙ্ক দুটি প্রধান উপাদানের যোগফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে:

- **পারফরম্যান্স স্কোর:** অ্যাথলেট কত সময়ে দৌড় শেষ করেছেন বা কত উচ্চতা/দূরত্ব অতিক্রম করেছেন, তার ওপর ভিত্তি করে 'ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স স্কোরিং টেবিল' অনুযায়ী এই স্কোর দেওয়া হবে ।
- **প্লেসিং স্কোর:** প্রতিযোগিতার গুরুত্ব এবং অ্যাথলেটের অর্জিত অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত পয়েন্ট প্রদান করা হবে

২। প্রতিযোগিতার ক্যাটাগরি তৈরী: সঠিক র‍্যাংকিং এর জন্য আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরিন সব প্রতিযোগিতাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

- **ক্যাটাগরি এ (আর্ন্তজাতিক):** আর্ন্তজাতিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতাসমূহ।
- **ক্যাটাগরি বি (জাতীয়):** জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশীপ ও সামার মিট।
- **ক্যাটাগরি সি (সার্ভিসেস, বিভাগীয়):** আন্তঃসার্ভিসেস, আন্তঃবিভাগীয় বা আন্তঃবিশ্ব বিদ্যালয় চ্যাম্পীয়নশীপ।
- **ক্যাটাগরি ডি:** জেলা ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা।

৩। র‍্যাংকিং পিরিয়ড ও গড় স্কোর:

- **সময়সীমা:** র‍্যাংকিং কেবল একটি প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে না হয়ে গত ১২ থেকে ১৮ মাসের সেরা ২-৩টি পরফরমেন্সের গড়ের উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করতে হবে।
- **আপডেট:** প্রতিমাসে বা প্রতি বড় প্রতিযোগিতার পর র‍্যাংকিং আপডেট করার জন্য ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী করা হবে।

৪। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ:

- **ডাটা ডিজিটালাইজেশন:** প্রতিটি অ্যাথলেটের জন্য একটি অনন্য আইডি (Unique ID) তৈরি করা। যাতে তাদের সব রেকর্ড এক জায়গায় থাকে।
- **অফিসিয়াল অনুমোদন:** র‍্যাংকিং এ কেবল সেই প্রতিযোগিতার ফলাফল অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। যেখানে ফেডারেশনের সার্টিফাইড রেফারি ও সঠিক টাইমিং ফটোফিনিশ মেশিন ব্যবহৃত হয়েছে।
- **বিভাগীয় বৈষম্য দুর:** সারা দেশের অ্যাথলেটদের সমান সুযোগ দিতে তারুণ্যে উৎসব বা ক্রীড়া কম্পাসের মতো তৃণমুল পর্যায়ের কার্যক্রমকে র‍্যাংকিং এর আওতায় আনতে হবে।

  বর্তমানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় খেলোয়াড়দের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো এবং স্থায়ী আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা করেছে। যা কর্যকর করার জন্য এই র‍্যাংকিং সিস্টেমটি অপরিহার্য।

৫। রিয়েল টাইম কম্পিটিশন ম্যানেজমেন্ট: মাঠের ফলাফল সরাসরি এ্যাপ বা ওয়েবসাইটে দেখানোর সুবিধা।

- **লাইভ টাইমিং ইন্টিগ্রেশন:** ফটোফিনিশ বা লেজার টাইমিং ডিভাইসের সাথে প্লাটফর্মটি যুক্ত থাকলে ফলাফল সাথে সাথে আপডেট হবে।
- **ডিজিটাই সার্টিফিকেট:** অ্যাথলেটরা তাদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল থেকে কিউআর কোড (QR Code) যুক্ত ভেরিফাইড সার্টিফিকেট সরাসরি ডাউনলোড করতে পারবেন ।

৬। পারফরমেন্স এনালিটিক্স ও ড্যাসবোর্ড: কোচ ও নির্বাচকদের জন্য বিশেষ টুলস:

- **প্রোগ্রেস চার্ট:** অ্যাথলেটদের পারফরমেন্স গ্রাফের মাধ্যমে দেখা যাবে, সে উন্নতি করছে নাকি পিছিয়ে পরছে।
- **ট্যালেন্ট হান্ট ফিল্টার:** নির্দিষ্ট বয়স বা ইভেন্টে সেরা অ্যাথলেটদের খুজে বের করার জন্য এডভান্স ফিল্টারিং সিস্টেম।

৭। গভার্নেন্স ও ট্রান্সপারেন্সি পোর্টাল: ফেডারেশনের প্রশাসনিক কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে

- **অনলাইন রেজিস্ট্রেশন:** প্রতিযোগিতার আগে অ্যাথলেটদের প্লাটফর্মের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে পারবে।
- **পাবলিক র‍্যাংকিং:** সাধারণ মানুষ এবং স্পন্সররা যেন সবসময় দেশ সেরা অ্যাথলেটদের তালিকা দেখতে পারে।

৮। র‍্যাংকিং পয়েন্টঃ

- জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশীপ (ক্যাটাগরি বি/সি):

পজিশন	পয়েন্ট
১ম	৬০
২য়	৫০
৩য়	৪৫
৪র্থ	৪০

- জাতীয় জুনিয়র বা আন্তঃবাহিনী প্রতিযোগিতা:

পজিশন	পয়েন্ট
১ম	৪০
২য়	৩৫
৩য়	৩০

- র‍্যাংকিং পয়েন্ট টাইমিং: ওয়াল্ড অ্যাথলেটিক্স এর নির্ধারিত টাইমিং তালিকা থেকে পয়েন্ট গণনা করা হয়েছে।

৯। র‍্যাংকিং পদ্ধতির ডিজিলাইজেশন পদ্ধতি যেমন ক্রমিক নং ৫ ,৬ , ৭ এখনো যথাযথ কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ফেডারেশন আশা করে জুন - জুলাই এর ভিতরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

১০। বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন প্রথমবারের মতো অ্যাথলেট র‍্যাঙ্কিং প্রণয়ন করা হচ্ছে। এটি আমাদের একটি নতুন উদ্যোগ হওয়ায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুলত্রুটি বা অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। এ বিষয়ে আপনাদের যেকোনো গঠনমূলক পরামর্শ বা অসামঞ্জস্যতা আমাদের নজরে আনার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, যা এই প্রক্রিয়াটিকে আরও নির্ভুল ও সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে।